# CHHATNA CHANIDDAS MAHAVIDYALAYA

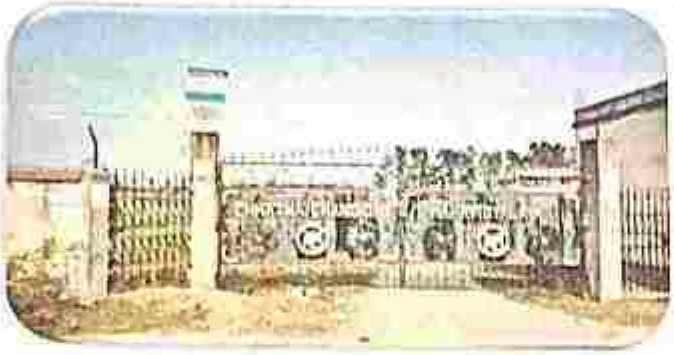

BANKURA UNIVERISTY

**BISHNUPUR**

**SUBJECT:- PROJECT WORK WITH EXTENSION OUTREACH**

| | |
|---|---|
| **SEMESTER** | **: - V** |
| **COURSE ID** | **: - 51117** |
| **NAME** | **: - KANCHAN GORAI** |
| **UID NO.** | **: - 20071111017** |
| **BKU REG. NO.** | **: - 02460 of 2020 - 21** |

# Certificate

To whom it may concern

This is to certify that the project report based on the extension outreach programme at Bishnupur submitted by **Kanchan Gorai,** a regular student of The Department of Sociology **Chhatna Chandidas Mahavidyalaya,** Bankura University bearing **UID NO. - 20071111017 is a unique work carried out under my supervision and guidance. He** has prepared the report for partial fulfillment of the requirements under Discipline Specific Elective 2 (DSE-2) i.e. project work with extension outreach in the 5th Semester Examination 2022-23.

21.02.23

Signature of External Examiner

Signature of Supervisor
Department of Sociology
Chhatna Chandidas Mahavidyalaya

Chhatna Chandidas Mahavidyalaya
Bankura
2007
Chhatna

# {সূচিপত্র}


| ক্রমিক সংখ্যা | বিষয় | পৃষ্ঠা সংখ্যা |
|---|---|---|
| ১. | ভূমিকা | 01 |
| ২. | উদ্দেশ্য | 02 |
| ৩. | বিষয় নির্বাচন | 03 – 04 |
| ৪. | কর্ম পরিকল্পনা | 04 |
| ৫. | বিষ্ণুপুর অঞ্চলের বর্ননা | 05 |
| ৬. | হস্তশিল্পের বর্ননা (বালুচরী/স্বর্নচুরি) | 06 |
| ৭. | ব্যাক্তিদের অর্থসামাজিক আবস্থা অধ্যায়ন প্রয়োজনীয়তা | 07 |
| ৮. | হস্তশিল্প সংক্রান্ত সমস্যা | 08 – 09 |
| ৯. | অর্থসামাজিক অবস্থা এর পর্যালোচনা | 10 – 11 |
| ১০. | Extension Outreach Programme এর থেকে প্রাপ্ত তথ্য | 12 – 17 |
| ১১. | সাক্ষাৎকারের তালিকা | 18 – 19 |

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :-

এই গবেষণাটি সম্পূর্ণ করতে যাদের সাহায্যে আমি পেয়েছি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা অবশ্য পালনীয় কর্তব্য বলে মনে করি।

এই গবেষণাটি সম্পাদন করার ক্ষেত্রে প্রথমেই যিনি আমাকে সাহায্য করেছেন তিনি হলেন ছাতনা চন্ডীদাস মহাবিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যক্ষ ড. সুজয় সাঁই মহাশয়। তাঁর যথাযোগ্য পরামর্শ ও আন্তরিক সহযোগীতা আমার এই গবেষণা কার্যটি সঠিক ভাবে সম্পাদনে সাহায্য করেছেন। তাই আমি ওনাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এছাড়াও সমাজতত্ত্ব বিভাগের অন্যান্য সহকারী শিক্ষিকা মন্ডলী তথা তনুশ্রী রায়, মহুয়া দে ঘরিয়া মহাশয় যাদের পরামর্শ ও আন্তরিক সহযোগীতা আমার এই গবেষণা কার্যটি সঠিক ভাবে সম্পাদন করতে সাহায্য করেছেন। তাই আমি ওনাদেরকেও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

তাছাড়া যাদের অনুপ্রেরণায় শিক্ষা জীবনের এই স্তরে আসা বাবা-মা ও আমার পরিবার পরিজনদের কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতা জানাই আমার বন্ধু সুকান্ত মান্ডি, বান্ধবী অর্পিতা মুখার্জী ও রাখী খাওয়া কে যারা আমার এই গবেষণা কার্যটি সম্পাদন করতে আমাকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছে। এছাড়াও সহপাঠিনী বান্ধবী পাপিয়া সিট আমার বিভাগের সমস্ত বন্ধু ও বান্ধবীদের যারা এই গবেষণা কার্যটি সম্পাদনে আমাকে নানাভাবে সাহায্যে করেছে।

সর্বশেষে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি আমার গবেষণা-ক্ষেত্র বিষ্ণুপুর অঞ্চলের হস্তশিল্প সাথে যুক্ত মানুষদেরকে। যারা তাদের মূল্যবান সময় ব্যয় করে আমাকে গবেষণা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য দিয়েছে।

Chhatna Chandidas Mahavidyalaya
Bankura
2007
Chhatna

বিনয়াবনতে
ফাল্গুন গরাই
সমাজতত্ত্ব বিভাগ
ছাতনা চন্ডীদাস মহাবিদ্যালয়

ভূমিকা :- বিষ্ণুপুরের একটি জনপ্রিয় শাড়ি হল স্বর্ণচুরী, একেবারে বিষ্ণুপুরের ঘরানাতেই বোনা হয় এই শাড়ি। পৌরাণিক কাহিনি ছাড়াও এই শাড়িতে ফুটে ওঠে টেরাকোটার ডিজাইন ও স্বর্ণচুরী শাড়িতে থাকে সোনালি জরির কাজ আর বালুচরীতে থাকে রূপোলি জরির কাজ। বালুচরী আর স্বর্ণচুরীর ফারাক দেখেই শাড়ি আলাদা করে বোঝা যায়।

বালুচরী পশ্চিমবঙ্গের প্রসিদ্ধ শাড়ি। ভারতের ভৌগোলিক স্বীকৃতি এবং বয়নশৈলীতে জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পকর্ম। আঁচলের বিবিধ পৌরাণিক ও অন্যান্য নকশা বোনা এই শাড়ির আভিজাত্যের প্রতীক হিসাবে গন্য। এই শাড়িটি তৈরি হতে মোটামুটি ৯ সপ্তাহ ও তার বেশি সময় লাগে। এই শাড়ি ভারতের ভৌগোলিক অস্তিত্বের ইঙ্গিত দেয়।

এই শাড়ির উৎপত্তিকাল হল অষ্টাদশ শতাব্দী, এটি বিষ্ণুপুর, পশ্চিমবঙ্গ ও ভারত থেকে উৎপত্তি হয়, এই শাড়ির দৈর্ঘ্য ১৫ ফুট লম্বা ও ৪২ ইঞ্চি চওড়া, আঁচলের দৈর্ঘ্য ২৪ থেকে ৩২ ইঞ্চি এই শাড়িতে পৌরাণিক ও অন্যান্য নকশার কাজ করা থাকে। শিল্পীর মুনশিয়ানা ও সুতোর টানে উঠে আসে সেই নানা গল্প বিশেষ করে, মহাভারত ও রামায়ণের নানা ছোটো ছোটো ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় আঁচলে জুড়ে, আর শিল্পের উপর এই কারু-কার্যের জন্যই বিখ্যাত হয়ে ওঠে এই শাড়ি।

<u>উদ্দেশ্য</u> :- এই হস্তশিল্পের Survey টি করার উদ্দেশ্য হল জ্ঞানলাভ। এটির মাধ্যমে আমরা বিষ্ণুপুরের হস্তশিল্পীদের জীবন ধারন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছি। কীভাবে হস্তশিল্পের কারিগররা রাত দিন পরিশ্রমের মাধ্যমে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে।

একসময় বাংলার তাঁতের ব্যাপক চাহিদা ছিল। কিন্তু যুগের সঙ্গে আর্থিক পরিস্থিতির সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে বাংলার তাঁত এখন ধ্বংসের মুখে। শাড়ির দুনিয়ায় রকমারি শাড়ি আসার কারণে হারিয়ে যেতে বসেছে বাংলার এই হস্তশিল্প। একটা সময় ছিল যখন ঘুম ভাঙত তাঁতের আওয়াজ শুনে, গ্রামের প্রায় ৪০০-৫০০ ঘর তাঁত বোনার সঙ্গে যুক্ত ছিল। কিন্তু বর্তমানে ২৪-২৫ টি ঘরে তাঁতের কাজ হয়। এর জন্য যেমন মানুষের পছন্দ বদলানো রকমারি শাড়ি বাজারে আসা অন্যতম কারন। অধিকাংশ তাঁতশিল্পী তাঁত বোনা ছেড়ে অন্য কাজের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন। অনেকে সংসারের হাল ধরতে ভিন রাজ্যে পাড়ি দিয়েছে শ্রমিকের কাজে, কেউ আবার দিন মজুরের কাজ করছে। তাঁতিপাড়া এলাকার বাসিন্দারা আক্ষেপের সুরে বলেন — " এই শিল্প আগামী দিনে বন্ধ হয়ে যাবে। কেউ এই শিল্পের কাজ করতে চাইছে না। পরিশ্রম অনুযায়ী তার মজুরী ঠিকমতো পান না।

তাঁতশিল্পের বর্তমান অবস্থা খুবই খারাপ তারা যা মজুরী পান তাতে সংসার চালানো খুবই কষ্টকর। আগামী দিনে নতুন প্রজন্ম এই শিল্পের কেউ এগিয়ে আসবে না।

বিষয় নির্বাচন :- বিষ্ণুপুরের আগেই বালুচরী ও স্বর্ণচুরি পরিচিত বিশ্ব-বিখ্যাত এই অসাধারণ শিল্পের কদর ও সম্মান ভীষণভাবে গর্বের আমাদের কাছে। বিশেষ করে মেয়েদের কাছে বালুচরী ও স্বর্ণচুরি শাড়ির কদর ও মর্যাদা যুগ যুগ ধরে।

পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার ভাগীরথী নদীর তীরে অবস্থিত 'বালুচর' গ্রামের নামানুসারে এই কাপড়ের নাম-করণ করা হয়েছে এবং বর্তমান জিয়াগঞ্জ নামে পরিচিত। বাংলার দিওয়ান মুর্শিদ কুলি খানের আমলে বালুচরী বয়ন প্রসার লাভ করেছিলেন এবং এই বস্ত্রগুলি তাদের বিস্তৃত 'আঁচল' (পল্লু) জন্য বিখ্যাত। এটি ভারতের সমস্ত সিল্কের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় এবং সবচেয়ে কামনীয়" হিসাবে প্রশংসা করা হয়েছে।

এটি একটি অত্যন্ত আলংকারিক সিল্কের কাপড় যা 'পল্লু' সীমানা এবং শরীরে অতিরিক্ত তোলা থাকে, মোটিফ-গুলি মূলত তখনকার সামাজিক / ধর্মীয় রীতিনীতি, পশুপাখি, মানুষের জীবনধারা ইত্যাদি থেকে উদ্ভূত হয়। যেমন - মানুষ হুক্কো, ধূমপান করে, ফুলওয়ালা মহিলা মানুষেরা ঘোড়ায় চড়ে, রথ, বিয়ে, মস-জিদ, মন্দির, রামায়ণের চিত্রাংশ ইত্যাদি। মোটিফগুলি সাধারণত পাল্লু অংশে বর্ণনামূলক শৈলীতে ব্যবহৃত এবং সংগঠিত হয়, এবং কৌশলটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল মোটিফগুলির সাদা রূপরেখা, এছাড়াও ____ মোটিফগুলি পাল্লু অংশে কেন্দ্রীয়ভাবে সাজানো হয় এবং শরীরের অংশে সমস্ত ____ থাকে। কম পেঁচানো তুঁত সিল্ক সুতার মুর্শিদাবাদের বৈচিত্র্য মূলত বালুচরী শাড়িতে ব্যবহৃত হত। মটকা সিল্কের মতো মোটা রেশমের জাত ও কিছুকাল আগে ব্যবহার করা হয়েছিল। পরবর্তীতে, এটি 18/20 D ____ অর্গানজাইন সিল্ক সুতা দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় এবং মালদা জাতের মালবেরি সিল্কের একক সুতা ও প্লাইতে ব্যবহার করা হয়, 96 থেকে 100- এর দশকের

ইস্পাতের রিড সাধারনত বালুচরী শাড়ি বুননের জন্য ব্যবহার করা হয় এবং অতিরিক্ত ওয়ার্প ডিজাইনগুলি পুরানো দিনের জালা কৌশল প্রতিস্থাপন করে জ্যাকার্ডস দিয়ে বোনা হয়।

কর্ম পরিকল্পনা :- প্রথমে অধ্যক্ষ মহাশয় সমস্ত ছাত্রছাত্রী দের সাথে আলোচনা করে ঠিক করলেন কোন জায়গা যাওয়া হবে। তারপর আমরা সবাই ম্যামকে টাকা জমা দিলাম, আমরা ট্রেনে করে গিয়েছিলাম। মোট ২৪ জন ছাত্র-ছাত্রী গিয়েছিলাম। আমরা প্রত্যেকে 6 জন করে গ্রুপে ভাগ হয়ে ছিলাম। বিষ্ণুপুর গিয়ে আমরা একটি হোটেলে গিয়ে উঠে-ছিলাম। সেখান থেকে অটো করে Survey করতে যায়। ২ জন করে প্রতিটি ঘরে ঘরে ঢুকে আমরা Survey করেছিলাম এবং আমরা তাদের যে সব প্রশ্নগুলি করছিলাম তারা সেগুলির উত্তর দিচ্ছিল। একটি খাতার মধ্যে আমরা সেই উত্তর গুলি লিখে রাখছিলাম। Survey শেষ করার পর আমরা অটোতে করে বিষ্ণুপুরের সমস্ত দর্শনীয় স্থানগুলি ঘুরলাম। ওখানে একজন আমাদেরকে সেই দর্শনীয় স্থান গুলির সম্পর্কে বলছিলেন এবং আমরা সেই কথাগুলি খুব মনোযো-গ সহকারে শুনছিলাম। সমস্ত জায়গা ঘোরার পর আমরা খাবার খেয়ে আবার হোটেলে ফিরে এলাম। সেখানে গিয়ে বিশ্রাম নেওয়া-র পর আমরা আবার অটো করে ঘুরতে বেরিয়ে পড়লাম, পরের দিন সকালে ট্রেনে আবার আমরা বাড়ি ফিরে এলাম,

Mahavidyalaya ... 2007 ... Chhatna

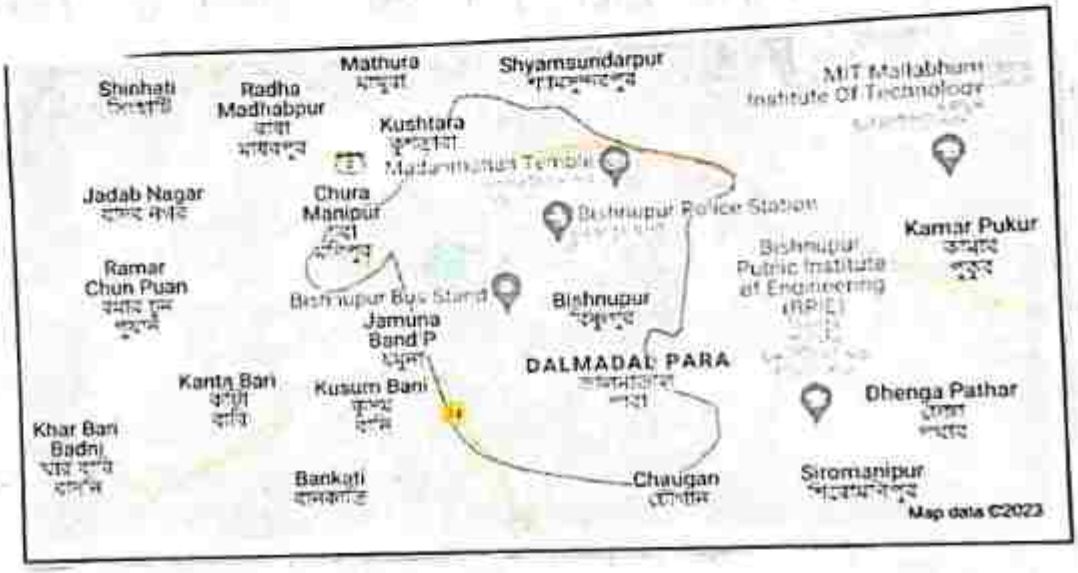

Shinhati
Radha Madhabpur
Mathura
Shyamsundarpur
MIT Mallabhum Institute Of Technology
Kushtara
Madanmohan Temple
Jadab Nagar
Chura Manipur
Bishnupur Police Station
Kamar Pukur
Ramar Chun Puan
Bishnupur Bus Stand
Bishnupur
Bishnupur Public Institute of Engineering (BPIE)
Jamuna Band P
DALMADAL PARA
Kanta Bari
Kusum Bani
Dhenga Pathar
Khar Bari Badni
Bankati
Chaugan
Siromanipur
Map data ©2023

বিষ্ণুপুর অঞ্চলের বর্ণনা :- বিষ্ণুপুর পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার মন্দির শহরটি তার সুপ্রাচীন ঐতিহ্য, গর্বিত সংস্কৃতি, উজ্জ্বল স্থাপত্য এবং পোড়ামাটির গল্পগুলি দ্বারা স্বাগত জানায়। আদি মল্ল রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রথম মল্ল রাজা পাথরের স্বল্প সরবরাহের কারণে পোড়া মাটির ইঁটগুলি বিকল্প হিসাবে এসেছিল এবং বাংলায় স্থপতিরা চৌচালা নামে পরিচিত একটি সুন্দর কারুকাজের নতুন পথ খুঁজে পেয়েছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে, পোড়ামাটির শিল্পটি সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছেছিল। রাজা জগৎ মল্ল এবং তাঁর বংশধররা পোড়ামাটির ও পাথরের শিল্প দ্বারা নির্মিত অসংখ্য মন্দির নির্মাণ করেছিলেন,

(১) রাসমঞ্চ,
(২) মৃন্ময়ী মন্দির
(৩) জোড়বাংলা মন্দির
(৪) শ্যামরায় মন্দির
(৫) গড় দরজা
(৬) মদনমোহন মন্দির
(৭) জোর শ্রেণী মন্দির / পোড়ামাটির হাট অঞ্চল
(৮) প্রত্নতাত্ত্বিক যাদুঘর
(৯) লালবাঁধ জলে ইতিহাসের চিহ্ন রয়ে যায়
(১০) মাড়েশ্বর এবং মৌলেশ্বর মন্দির

Bankura 2007

2007

## বিষ্ণুপুরের এর হস্তশিল্পের বর্ণনা (বালুচরী / স্বর্ণচুরি) :-

বালুচরী দৈর্ঘ্যে ১৫ ফুট লম্বা ও ৪২ ইঞ্চি চওড়া, আঁচলের দৈর্ঘ্য ২৪ থেকে ৩২ ইঞ্চি। গবেষিকা চিত্রা দেব বালুচরীর অলংকরণকে চার ভাগে ভাগ করেছেন, যথা— চিত্র, কল্কা, পাড় ও বুটি, তার মতে চিত্র অংশের নকশা অন্যান্য শাড়িতে দেখা যায় না।

রেশম বালুচরীতে নিত্য নতুন পরীক্ষা — নিরীক্ষার ফলে তৈরি হয়েছে অনেক ধরণের শাড়ি। এক বা দুই রঙের সাধারন বালুচরী, রঙ ঝলমল মীনাকারী বালুচরী, গুরুদাস লক্ষণ আবিষ্কৃত স্বর্ণচরী অমিতাভ পালের সৃষ্টি রূপশালি ও মধু-মালতী, অমিত লক্ষণের সৃষ্টি দ্রৌপদী বালুচরী (মহাভারত টিভি সিরিয়ালের দ্রৌপদীর সাজসজ্জার অনুকরণে) ইত্যাদি এর নানা প্রকার।

বিষ্ণুপুরের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের আর্থসামাজিক অবস্থা অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা :- হাতের তৈরি শিল্পকেই সাধারণত হস্ত শিল্প বলে। নিজে এবং পরিবারের সদস্যদের সাহায্য নিয়ে সাধারণ কিছু উপকরণ দিয়ে অনায়াসে বানিয়ে ফেলা যায় এসব পণ্য। কতিপয় হস্তশিল্প পণ্য রয়েছে সেগুলির কিছু বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এসব বৈশিষ্ট্যের উৎস হচ্ছে একটি অঞ্চল বা দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা কারুশিল্পীদের বিশেষ উৎপাদন কৌশল।

বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত বালুচরি শাড়ি। এই শাড়ির আঁচলে পৌরাণিক ও অন্যান্য নকশা বোনা থাকে। এটি আভিজাত্যের প্রতীক হিসাবে গণ্য। এটির দৈর্ঘ্য ১৫ ফুট লম্বা ও ৪২ ইঞ্চি চওড়া, আঁচলের দৈর্ঘ্য ২৪ থেকে ৩২ ইঞ্চি। এটি এক প্রকার রেশমজাত হাতে বোনা শাড়ি। এই শাড়িটি তৈরি করতে সময় লাগে একমাস। কোন কোন শাড়ি আবার ১৫ দিনেও সম্পন্ন হয়। সুতোর কাজের উপর নির্ভর করে শাড়ির দাম ধার্য করা হয়েছে। এই শাড়ি গুলির মূল্য ২০ হাজার টাকা থেকে শুরু করে ৩ লাখ টাকা পর্যন্ত রয়েছে। ইতিমধ্যে মল্লগড়ের এই বালুচরী দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছাড়িয়ে বিদেশে ও পাড়ি দিয়েছে। বর্তমান বাজারে ও এই শাড়ির চাহিদা প্রচুর। এই শাড়িতে ন'টি রঙের সুতোর ব্যবহার রয়েছে। বুনতে সময় লাগছে বেশি। এক সঙ্গে বেশি শাড়ি বোনা সম্ভব নয়। তবে চাহিদাও প্রচুর। বছরের সব সময় সমান চাহিদা থাকে না, পূজার সময় এর চাহিদা একটু বেশি থাকে। একটি শাড়ি বোনা শেষ হতে না হতেই আরও নতুন শাড়ির বরাত চলে আসে। অন্যান্য সময়ে বেড়াতে আসার সময় পর্যটকরা এই শাড়ি কিনে নেন। কুটির শিল্পের বাজারে এর থেকে সাফল্য আর কী হতে পারে।

Chandidas Mahavidyalaya
Birbhum
2007

হস্তশিল্প সংক্রান্ত সমস্যা :- বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত হস্তশিল্প হল বালুচরী ও স্বর্ণচুরি। মেয়েদের কাছে বিশ্ববিখ্যাত এই অসাধারণ শিল্পের কদর ও সম্মান চিরন গর্বের।

মুর্শিদাবাদের নবাব মুর্শিদকুলি খান তাঁর বেগমদের পরার জন্য শাড়ি তৈরির আদেশ দিতেন তাঁতিদের। তাঁতিরা রেশমের সুতোর যে শাড়ি বুনতো তার নামই হল বালুচরী। বালুচরের এই তাঁতিরাই বংশানুক্রমে বুনতে লাগল বালুচরী। বন্যায় স্রোতে তলিয়ে গেল তাদের গ্রাম। এবং বিষ্ণুপুরে স্থাপিত হল তাদের নিবাস। বিষ্ণুপুর শিল্পে খুব সমৃদ্ধ এখানে সব মন্দিরে আছে পোড়া মাটির অপূর্ব সব কারুকার্য শাড়ি নকশায় আসল পরিবর্তন। ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হতে লাগলো বালুচরী।

তবে এই বালুচরী শাড়ি তৈরি করার জন্য নানা রকম সমস্যা ও দেখা যায়। যথা ⟶

(i) বালুচরী শাড়িতে প্রচুর মিহি সিল্কের সুতো ব্যবহার করা হয় এবং শাড়িটি বুনতে একমাস সময় লাগে। সেই কারণে বয়স্ক মানুষদের দৃষ্টির সমস্যা হয়।

(ii) দীর্ঘ সময় একই স্থানে বসে কাজ করার ফলে হস্তশিল্পের কারিগরদের কোমরে ব্যথার না পায়ে ব্যথার সমস্যা দেখা যায়,

(iii) বছরে সব সময় এই হস্তশিল্পের বিক্রি হয় না,

(iv) হস্তশিল্পের কারিগররা তাদের পরিশ্রমির - এর ন্যায্য মূল্য পান না,

(v) জিনিস পত্রের দাম বাড়ার ফলে এই হস্তশিল্পের মাধ্যমে সংসার চালানো সম্ভব হচ্ছে না।

(vi) সরকারের কাছের থেকে কোনো সাহায্য পান না তারা।

(vii) কারিগররা যে মজুরি পান তাতে তাদের সংসার চালানো খুবই কষ্টকর।

(viii) এই হস্তশিল্পের অবস্থা দিন দিন খুবই খারাপ হচ্ছে। ফলে পরবর্তী প্রজন্ম এই পেশা সাথে যুক্ত হতে চায় না।

মন্তব্য :— বাঙালির প্রত্যেকের পোশাকের আগাগোড়া হিসাবে সব সময় শাড়িকেই প্রাধান্য দিয়ে এসেছেন। কিন্তু বর্তমান সমাজের মানুষ শাড়ি ছাড়াও অন্যান্য পোশাক পরতে পছন্দ করেন। সেই কারনে এই ধরনের হস্তশিল্প গুলি বন্ধ হয়ে যেতে বসেছে।

তাঁতিদের কেনা সুতোর দাম বাড়ালেও তাদের মজুরি একই থেকে যাচ্ছে। এই কম মজুরির জন্য কারিগরদের সংসার ও ঠিকঠাক চলছে না। তাঁতশিল্প ছাড়া তাঁতিদের অন্য কোন জীবিকা না থাকায় বাধ্য হয়ে তাদের এই কাজই করতে হচ্ছে। এই কাজ করে যা রোজগার হয় কোন রকম করে তাতে তাদের সংসার চলে। সরকার কোনো ভাবেই তাদের সাহায্য করে না। তাঁতের দুরবস্থার জন্য সরকারের দিকে আঙুল তুলে তাঁতিরা। তাদের কাছে শ্রমিক কার্ড থাকলেও তারা কোন প্রকার সুযোগ - সুবিধা পান না।

Chhatna Chandidas Mahavidyalaya Bankura 2007

## সম্মিলিত তথ্যের বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিষ্ণুপুর হস্তশিল্পের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের অর্থসামাজিক অবস্থা পর্যালোচনা :—

### পরিবার, শিল্প, স্বাস্থ্য, কৃষি, কর্ম

বালুচরী শাড়ি আমাদের বাংলার শাড়ি। আজ শতাব্দী পেরিয়ে ও এই শাড়ির জনপ্রিয়তা ____ । কারন এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ঐতিহ্য, বাজারে এখন নানা রকমারি শাড়ি রয়েছে। বালুচরী শাড়ি আমাদের সবার মধ্যেই খুব বিখ্যাত। বছরের পর বছর ধরে এই শাড়ি মানুষের কাছে প্রিয় হয়ে রয়েছে। এই শাড়ি সাধারনত সিল্ক থেকেই তৈরি হয়। এই শাড়ির আঁচলে বিভিন্ন পৌরানিক কাহিনীর বর্ননা পাওয়া যায়। সিল্কের উপর এই কারুকার্যের জন্যই বিখ্যাত হয়ে ওঠে বালুচরী শাড়ি। বালুচরীর নকশার বিবরন দিতে গিয়ে টিএ, কল্কা, পাড় এবং বুটির কথা উল্লেখ করেছিলেন। এই টিএ অংশের নকশাই বালুচরীর প্রধান। যা অন্য কোথাও শাড়ি দেখা যায় না। যদিও এখন তাঁতে বালুচরী তৈরি করা হয়েছে। আবার বাঁশ, কলা ইত্যাদি গাছ থেকে পাওয়া সুতো, জৈব বালুচরী ও বানানো হয়েছে।

একসময় বাংলায় বালুচরীর চাহিদা ব্যাপক হারে থাকলেও যুগের সঙ্গে এবং আর্থিক পরিস্থিতির সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে বাংলার তাঁত শিল্প এখন বিলুপ্তির মুখে। শাড়ির দুনিয়ায় রকমারি আসায় হারিয়ে যেতে বসেছে বাংলার এই তাঁত। একসময় ছিল যখন পাড়ার সব ছেলে-মেয়ে দের ঘুম ভাঙত তাঁতের আওয়াজ শুনে। আগে গ্রামে প্রায় ৪০০ থেকে ৫০০ ঘর তাঁত বোনার সঙ্গে যুক্ত ছিল, কিন্তু এখন বর্তমান সমাজে আর তাঁতের কাজ দেখতেই পাওয়া যায় না। বর্তমান সমাজে ২৪ থেকে ২৬ টি ঘরে তাঁতের কাজ হয়। এর জন্য যেমন মানুষের

Chandidas Mahavidyalaya Berkura 2007

পছন্দ বদলানো আসে আসে, বাজারে আরও রকমারি শাড়ি এসে গেছে। বর্তমানে মেশিনস্থ ঘরে তাঁতের কাজ হচ্ছে সেগুলিও মূলত শাড়ির কাজ হচ্ছে। অধিকাংশ তাঁতশিল্পী তাঁত বোনা ছেড়ে অন্য কাজের সাথে যুক্ত হচ্ছেন। অনেকে সংসারের হাল ধরতে ভিন রাজ্যে পাড়ি দিয়েছে শ্রমিকের কাজে, কেউ আবার দিন মজুরের কাজে নিযুক্ত হয়েছে। কেউ এই শিল্পে আর কাজ করতে চাইছে না। আগামী দিনে বন্ধ হয়ে যাবে এই হস্তশিল্প। কারিগরদের দাবি তারা পরিশ্রম অনুযায়ী মজুরি পাচ্ছেন না ঠিকমতো, সরকারের কাছেও তারা কোনো রকম সুযোগ সুবিধা পাননি। চল্লিশ বছর ধরে এই পেশার সাথে যুক্ত তাদের পরিবার বর্তমানে তাদের খুবই খারাপ অবস্থা। দিন দিন সুতার দাম বাড়ছে কিন্তু সেই রকম মজুরি পাচ্ছেন না। কাজ করে ১৫০ - ২০০ টাকা রোজগার হয় মাত্র। কোন রকমের সরকারী লোনও তারা পান না। পেশার টানে তাদেরকে তাদের জীবিকা বদলে নিতে হচ্ছে।

সরকারের ও তাঁতশিল্পের প্রতি নজর দেওয়া উচিত। তাঁত শিল্পের অবস্থা দিনের পর দিন খুবই খারাপ হচ্ছে। শিল্পীরা যে মজুরি পায় তাতে তাদের সংসার চালানো খুবই কষ্টকর। আগামী দিনে নতুন প্রজন্মের কেউ এই শিল্পের কাজে এগিয়ে আসতে চাইবে না।

Chhatna Chandidas Mahavidyalaya • Chhatna • Bankura 2007

P.T.O

Extension Outreach programme - এর থেকে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ :- বিষ্ণুপুর, পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার মন্দির শহরটি তার দুর্দান্ত ঐতিহ্য, গর্বিত সংস্কৃতি, উজ্জ্বল স্থাপত্য এবং পোড়ামাটির গল্পগুলি দ্বারা স্বাগত জানায়। আদি মল্ল, মল্ল রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দশম মল্ল রাজা পাথরের স্বল্প সরবরাহের কারণে পোড়া মাটির ইটগুলি বিকল্প হিসাবে এসেছিল এবং বাংলায় স্থপতিরা 'টেরাকোটা' নামে পরিচিত, একটি সুন্দর কারুকাজের নতুন পথ খুঁজে পেয়েছিলেন, সপ্তদশ শতাব্দীতে পোড়া মাটির শিল্পটি সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছেছিল। রাজা জগৎ মল্ল এবং তাঁর বংশধররা পোড়া-মাটির ও পাথরের শিল্প দ্বারা নির্মিত অসংখ্য মন্দির নির্মাণ করে ছিলেন।

বালুচরী শাড়ি এবং বিভিন্ন ধরনের নিদর্শন গুলির জন্য বিশ্বখ্যাত এই নির্মল জায়গায় আপনার ছুটির গন্তব্য পরিকল্পনা করার জন্য খুবই দরকার, কারণ জায়গাটি খুবই সুন্দর। এমন একটি শহর ঘুরে দেখা যা টেরাকোটার শহর বা ভাষা বলে। পোড়ামাটির শিল্পকর্মের দর্শনীয় পদচিহ্নগুলি সহস্রসংখ্যা-কাঠামোর মধ্যে হিন্দু পৌরাণিক শিল্পকর্মের কাহিনীগুলির সমৃদ্ধি-তে বাস করে। বিভিন্ন মন্দির আশেপাশের সমস্ত রকম ইতিহাস এবং মায়াময় শিল্প-কর্ম অবশ্যই মানুষের মনে শিহরন জাগাবে,

Chhatna Chandidas Mahavidyalaya
Bankura
2007
Chhatna

Chhatna Chandidas Mahavidyalaya
Bankura
2007
Chhatna

রামমঞ্চ :- রামমঞ্চ ইঁটের তৈরি এই প্রাচীনতম মন্দিরটি রাজা হাম্বির ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আড়ম্বরপূর্ণ মন্দিরটি স্থাপত্যগত ভাবে এতই অনন্য এবং অতুলনীয় যে এটি পুরো বাংলার পাশাপাশি সারা দেশে অনন্য। রামমঞ্চ গর্বের সাথে একটি ল্যাটারাইট স্তম্ভের উপরে দাঁড়িয়ে আছে। এবং এর সাথে আছে দীর্ঘতর একটি টাওয়ারের পাশাপাশি একটি কাঠের কুঁড়েঘর আকৃতির চূড়া। এটির মধ্যে এমন একটি ঐতিহ্য প্রত্যক্ষ করা যাবে যা পিরামিডাল সুপার-স্ট্রাকচারের সাথে সজ্জিত এবং তিনটি চওড়া গ্যালারী, প্রশান্ত স্তম্ভ এবং পোড়ামাটির কাজ পেয়েছেল এবং এই মোটিফ সহ রহস্যময় খিলান দ্বারা ধন্য। দিবালোকের উপস্থিতিতে যখন গ্যালারীগুলির মধ্যে দিয়ে হাঁটা হয় তখন ছায়ার মধ্যেও ইতিহাস কে অনুভব করা যায়। অন্ধকারে, স্মৃতিস্তম্ভ থেকে উজ্জ্বল আলো একটি রোমাঞ্চকর পরিবেশ তৈরি করে।

মৃন্ময়ী মন্দির :- মৃন্ময়ী মন্দির বিষ্ণুপুরের প্রাচীনতম মন্দিরটি রাজা জগৎ মল্ল ৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, স্থানীয় ইতিহাস অনুসারে মা মৃন্ময়ী তাঁর স্বপ্নে রাজাকে মন্দিরে তৈরির নির্দেশ দিয়েছিলেন, দেবী দুর্গা এখানে মা মৃন্ময়ী হিসাবে পূজিত হন। যদিও মন্দিরটির পুনর্গঠন করতে হয়েছিল, তবে গঙ্গা মাটির তৈরি সেই মূর্তিটি রয়ে-গিয়েছিল। বাংলার প্রাচীনতম দুর্গা পূজা এবং (১০২১ বছর) সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে স্বর্গীয় উষ্ণতার এক ভিন্ন স্বাদে অনুভব করা হয়,

জীতাষ্টমী তিথির পরেরদিন ঘট স্থাপন করে রাজমহল থেকে রুপার পাত দিয়ে তৈরি মহিষমর্দিনী মূর্তিকে বিশ্রামে বড়ঠাকুরানিকে এনে নবপত্রিকাসহ কৃষ্ণবাঁধে স্নান করিয়ে বোধনের মাধ্যমে পূজার শুরু হয়। জিতাষ্টমী থেকে মহাষষ্ঠী পর্যন্ত

Chandidas Mahavidyalaya
Bankura
2007
Chhatna

বাঙ্গালোগ ভাত ও নিরামিষ পদ ভোগ হিসাবে তৈরি করা হয়।

মহাষ্টমীর দিন পান্তাভাত দিয়ে দেবীর ভোগ তৈরি হয়। প্রাচীন ঐতিহ্য অনুযায়ী স্থানীয় রাউতখণ্ডের সম্প্রদায়ের লোকেরা নীলকণ্ঠ পাখি নিয়ে আসেন, দেবীমূর্তিকে বিসর্জন না দিয়ে দেবীঘটকে স্থানীয় রামসায়রে নবপত্রিকাসহ বিসর্জন দেওয়া হয়।

## জোড়বাংলা মন্দির :-

জোড়বাংলা রীতির মন্দির স্থাপত্য পশ্চিম বাংলা ও অখণ্ড বাংলায় বেশ কিছু থাকলেও বিষ্ণুপুরের জোড়-বাংলা আপন স্থাপত্য রীতির বৈশিষ্ট্য সমুজ্জ্বল। জোড়বাংলা মন্দিরে যে বাংলার 'ঘরের চাল'- এর আদল তা সমগ্র বঙ্গে প্রচলিত। জোড়বাংলা মন্দিরে প্রাপ্ত লিপি অনুসারে-ই মন্দিরটি ৯৬১ মল্লাব্দে (১৬৫৫ খ্রিস্টাব্দে) মল্লরাজ রঘুনাথ সিংহ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দুখানি দুচালা 'বাংলার কুটির ঘর' পাশাপাশি জুড়ে দিলে যা হয় তাই জোড়বাংলা। বাংলার মন্দির নির্মাণের অপূর্ব নিদর্শন এই 'জোড়বাংলা'। মাটি ইট দিয়ে এর দেওয়াল তৈরি হয়েছে। ভিতরে ও বাহিরে মাটির দেওয়ালের উপর ভাস্কর্য খচিত চিত্র দিয়ে সুসজ্জিত। জোড়বাংলা মন্দিরটি বহিঃ ও অভ্যন্তর দেওয়া-লের সূক্ষ্ম এবং অলংকৃত টেরাকোটার কাজ লক্ষ্য করা যায়, জোড়বাংলা মন্দিরের গঠন শৈলী বর্ণনা করে "Archaeological Survey of India" রায় দিয়েছে যে এই মন্দিরটি 'কেষ্টরায়' মন্দির নামে পরিচিত। দক্ষিণমুখী মন্দিরটি বর্গাকার ভিতের উপর গড়ে উঠেছে। দুটি 'দোচালা' যুক্ত হয়ে চারচালা শিখরের রূপ নিয়েছে।

Chandidas Mahavidyalaya Bankura 2007 Chhatna

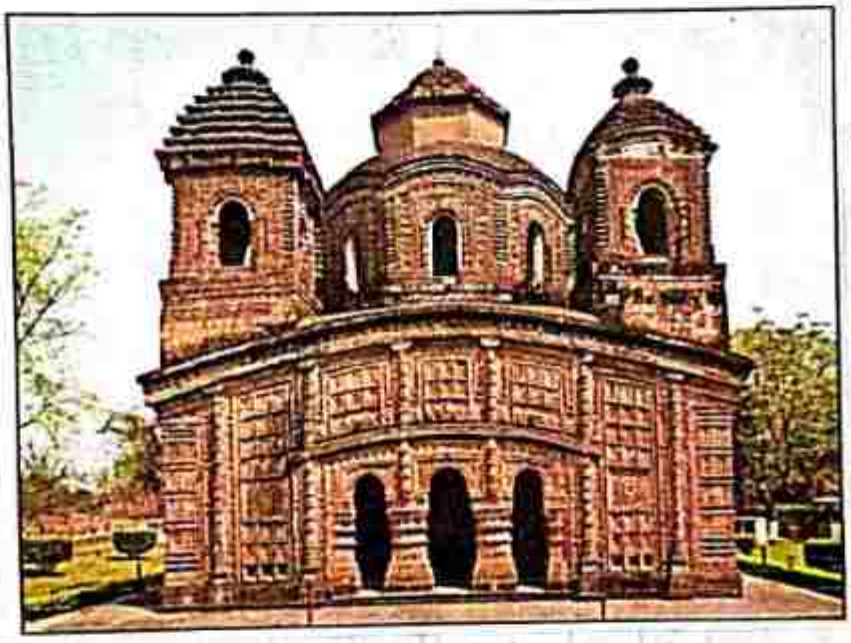

মন্দিরটির ভেতরের দৈর্ঘ্য ১১.৮ মিটার, প্রস্থ ১১.৭ মিটার এবং গঠনগত উচ্চতা ১০.৭ মিটার। এই মন্দিরটির সম্মুখ দ্বারা এর চার-পাশের তিনটি দেওয়াল চমৎকার টেরাকোটার কাজ দ্বারা সুসজ্জিত। ষড়ভুজ ছয়হাত যুক্ত শ্রীচৈতন্য-এর প্লাস্টার করা চিত্র এই মন্দিরের ভিতরে পাওয়া যায়, যদিও তিনি পূজ্য নন।

শ্যামরায় মন্দির :- শ্যামরায় মন্দির, ভারতীয় রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর শহরের একটি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা।

মল্লরাজ রঘুনাথ সিংহ ১৬৪৩ খ্রিস্টাব্দে এই মন্দিরটি নির্মান করেন। এই মন্দিরের দক্ষিনদিকের দেওয়ালে নিবদ্ধ প্রাচীন লিপি থেকে এই তথ্যটি জানতে পাওয়া যায়। এটি নিম্নরূপ —

"শ্রীরাধিকা কৃষ্ণমুদে সকোঙ্ক
বেদাঙ্ক যুক্তে নবরত্নরাতাং
শ্রীবীর হাম্বীর নন্দন সুনর্দতৌ
নৃপ শ্রীরঘুনাথ সিংহ ॥
মল্ল সকে ৯৪৯"।

এই মন্দিরটি বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধ টেরাকোটা শৈলীতে নির্মিত একটি মন্দির। মন্দিরটি চৌকোণ, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ১১.৪ মিটার মন্দিরের চারদিকে খিলানগুলিগুলি সুন্দর কারুকার্যময় স্তম্ভের ওপর নির্ভর করে নির্মিত হয়ে ফাঁকা দালানের মতো অংশের সৃষ্টি করেছে। গর্ভগৃহের দরজা টেরাকোটা শৈলীতে ফুল ও বিভিন্ন প্রকার নকশা দ্বারা সাজানো মন্দিরের বাইরের ও ভেতরের দেওয়ালে রাসলীলা, রামায়ন ও মহাভারতের কাহিনী এবং বিভিন্ন কারুকার্যের দৃশ্য আছে।

Chandidas Mahavidyalaya Bankura 2007

P.T.O

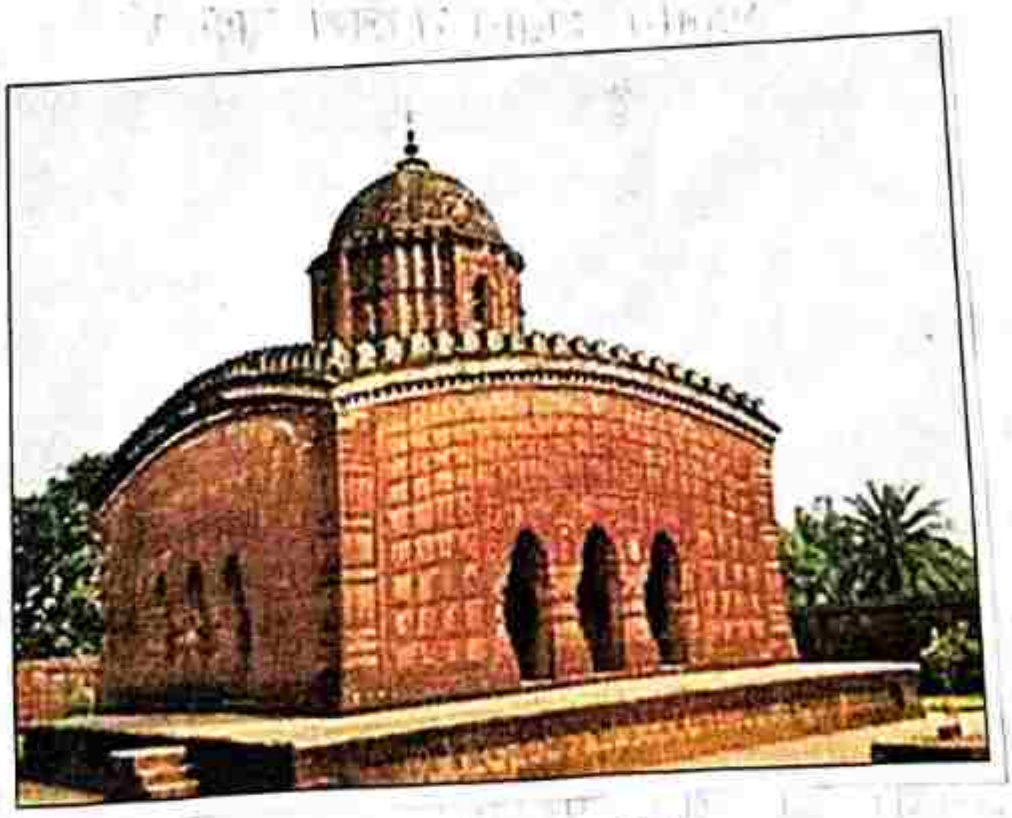

Chandidas Mahavidyalaya
Bankura
2007
Chhatna

গড় দরজা :- বিষ্ণুপুরের দুর্গের দুটি গর্বিত প্রবেশদ্বার রয়েছে। স্থানীয় লোকেরা তাদেরকে 'গড় দরজা' বলে অভিহিত করেন। 'মুরচা পাহাড়' এর পাশে একটি পাথরের তৈরি ছোটো ঢিবি আছে। ছোট গেটটি অতিক্রম করার পর একটি বিশাল গেট আসে যা ছিল বিষ্ণুপুরের রাজত্বের প্রবেশদ্বার। 'গড় দরজা' আয়তন শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

ষাঁড়েশ্বর এবং শৈলেশ্বর মন্দির :- এই দুটি মন্দির মহাদেবকে উৎসর্গীকৃত এবং ষাঁড়েশ্বর মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে বসে একটি নন্দী ষাঁড় দেখতে পাওয়া যায়। ল্যাটেরাইট পাথরের তৈরি এই মন্দিরগুলি ওড়িশা দেউল শৈলীর স্থাপত্যের দৃষ্টান্তমূলক উদাহরণ।

কামান দাগা :- ৩.৮ মিটার লম্বা, ২৮.৫ সেন্টিমিটার ব্যাস বিশিষ্ট লোহার, তৈরি এই কামানটি মল্লরাজাদের সময়ের সবথেকে বড়ো কামান। প্রচলিত লৌকিক উপাখ্যান অনুযায়ী মল্লরাজ গোপাল সিংহের আমলে রাজপরিবার ও নগরের রক্ষাদেবতা মদনমোহন স্বয়ং সেনাপতি ভাস্কর রাওয়ের এই কামান ব্যবহার করেছিলেন।

রাধা মাধব মন্দির :- মাকড়া পাথরের দক্ষিণমুখী একরত্ন এই মন্দিরটি ১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দে মল্লরাজ কৃষ্ণ সিংহের পত্নী রানী চূড়ামণি-দেবী নির্মাণ করেছিলেন, বর্গাকার ভিত্তিপিঠের উপরে মন্দিরের ঢালু ছাদের কেন্দ্রস্থলে একমাত্র শিখরটি রয়েছে। মন্দিরের গায়ে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ বর্ণিত ভাস্কর্য দেখতে পাওয়া যায়।

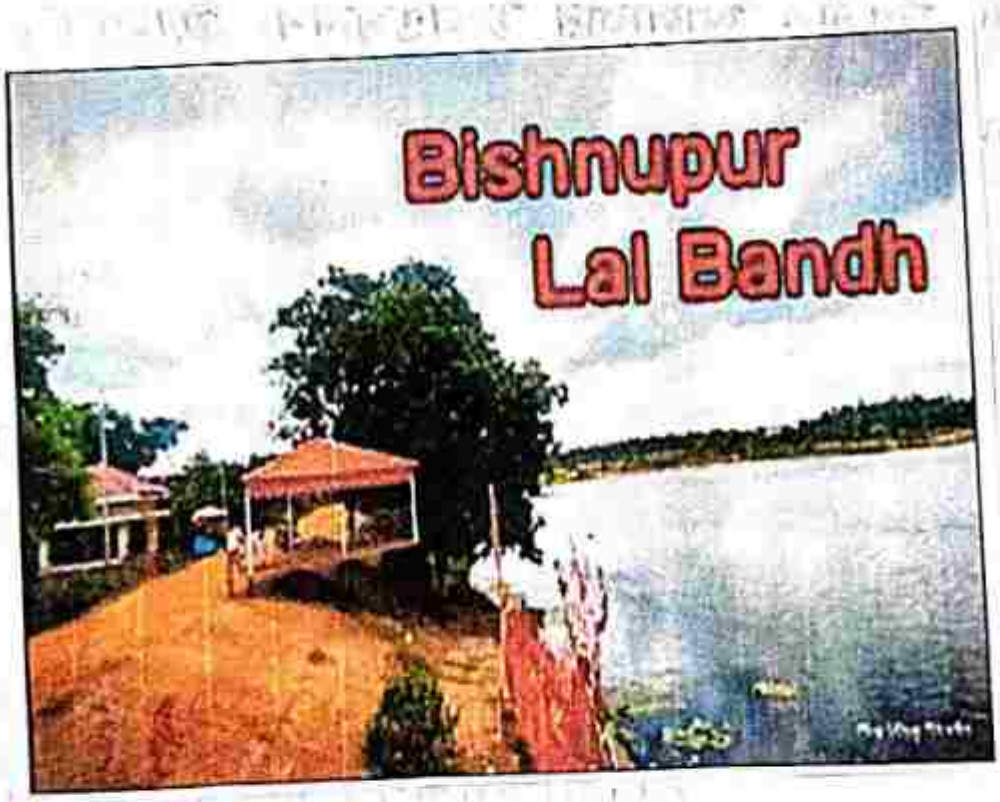


Chhatna Chandidas Mahavidyalaya
Benkum
2007
Chhatna

**প্রত্নতাত্ত্বিক যাদুঘর :-** আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকীর্তি ভবন বিষ্ণুপুরের স্থানীয় যাদুঘর এবং প্রত্নতত্ত্ব, শিল্প এবং ইতিহাস কে ভালোবেসে মানুষ এখানে যান। দশম - দ্বাদশ শতাব্দী থেকে প্রায় ১০০টি ভাস্কর্য এখানে দেখতে পাওয়া যায়, প্রায় ৫০০০ পান্ডুলিপি বিভিন্ন ধরণের লোককলা, ফটোগ্রাফ, টেরাকোটাইলগুলির অপূর্বনীয় নমুনাগুলি এবং আরও অনেক প্রাচীন জিনিস।

**লালবাঁধ :-** জলে ইতিহাসের চিহ্ন বয়ে যায়। বীর সিংহ ১৬৫৮ সালে পোকাবাঁধ, শ্যামবাঁধ, কালিন্দী বাঁধ, যমুনাবাঁধ, গনতাবাঁধ, কৃষ্ণবাঁধ এবং লালবাঁধ নামে সাতটি হ্রদ তৈরি করেছিলেন। পানীয় জল এবং শহরকে শত্রু থেকে রক্ষার জন্য হ্রদ তৈরি করা হয়েছিল। মল্ল রাজা রঘুনাথ সিংহকে একজন পার্সিয়ান নৃত্যশিল্পী, লালবাঈ দ্বারা লালিত করা হয়েছিল বলে জানা যায়। রাজা তাকে তার সাথে নিয়ে যান এবং পরে তাঁর নামে এই লালবাঁধ পুকুরটি খনন করেন।

লালবাঁধকে ঘিরে অন্য একটি কাহিনীর প্রচলন রয়েছে। কথিত আছে, লালবাঈকে এই বাঁধে ডুবিয়ে রাখা হয়। তার জন্য এর নাম লালবাঁধ। অবশ্য এই তথ্য সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রমান পাওয়া যায়নি। এই লালবাঁধে বিষ্ণুপুর মল্লরাজার প্রাচীন পাথরের দুর্গা মূর্তি বিসর্জন দেওয়া হয়। ইতিহাসের সাথে সাথে ভৌগোলিক ক্ষেত্রেও আজও প্রাসঙ্গিক এই লালবাঁধ।

Chhatna Chandidas Mahavidyalaya • Chhatna • Bankura 2007

সাক্ষাৎকারের তালিকা :- ①

১. উত্তর দাতার নাম :- অজয় তন্তুবাই
২. লিঙ্গ :- পুরুষ
৩. পরিবারের সদস্য সংখ্যা :- ৩ জন।
৪. পরিবারের আয়ের উৎস :- বালুচরী শাড়ি।
৫. বয়স :- ৫০ বছর।
৬. সামাজিক বর্গ :- তাঁতি।
৭. পারিবারিক আয় :- 12000/-
৮. পেশা :- তাঁতশিল্প
৯. এই পেশার সাথে আপনি কতদিন যুক্ত আছেন?
→ ৩৫ বছর যুক্ত আছেন।
১০. এই পেশার ক্ষেত্রে পরিবার আপনাকে কিভাবে সাহায্য করে?
→ সুতোতে রং করা ও শুকনো করার কাজে সাহায্য করে।
১১. এই পেশার ভবিষ্যৎ কি?
→ এই পেশা নিয়ে এগিয়ে যেতে চান। পরবর্তী প্রজন্মের মানুষ ও যাতে এই শিল্পের ব্যাপারে জানতে পারে।
১২. আপনার পরবর্তী প্রজন্ম কি এই পেশায় যুক্ত হতে ইচ্ছুক?
→ পরবর্তী প্রজন্ম এই পেশায় যুক্ত হতে ইচ্ছুক।
১৩. আপনি কি তাদের এই পেশায় নিযুক্ত করতে আগ্রহী?
→ হ্যাঁ, এই পেশায় নিযুক্ত করতে আগ্রহী।
১৪. আপনার মতে এই পেশায় ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দিকগুলি কি কি?
→ ইতিবাচক :- অন্য কোনো কাজ না থাকলে এই কাজ করা যায়।
নেতিবাচক :- পরিশ্রমের তুলনায় খুবই সামান্য মজুরী পাওয়া যায়।
১৫. আপনি কি এই পেশার সাথে সংযুক্ত থেকে সন্তুষ্ট? উত্তর সাপেক্ষে যুক্তি দিন।
→ সন্তুষ্ট। কারন — অন্যান্য কোনো কাজ করতে হলে বাড়ির থেকে দূরে গিয়ে করতে হয়, তার থেকে এই কাজ বাড়ির সবার সাহায্যে করা যায়।

Chhatna Chandidas Mahavidyalaya Bankura 2007 Chhatna

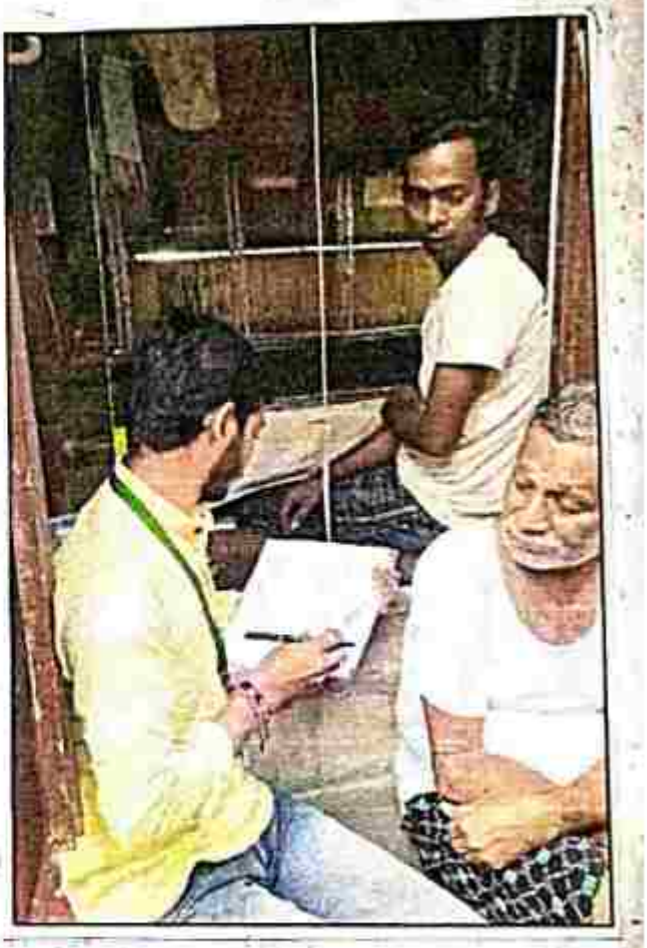

Chateau Chevalier Archives Bordeaux
Bordeaux 2007

সাক্ষাৎকারের তালিকা :- ②

১. উত্তর দাতার নাম :- কাজল লক্ষন

২. লিঙ্গ :- মহিলা

৩. পরিবারের সদস্য সংখ্যা :- ৮ জন,

৪. পরিবারের আয়ের উৎস :- তাঁতশিল্প ( বালুচরী ),

৫. বয়স :- ৩৮ বছর ।

৬. সামাজিক বর্গ :- তাঁতি,

৭. পারিবারিক আয় :- 10000/—

৮. পেশা :- তাঁতশিল্প,

৯. এই পেশার সাথে আপনি কতদিন যুক্ত আছেন ?

→ 20 বছর যুক্ত আছেন,

১০. এই পেশার ক্ষেত্রে পরিবার আপনাকে কীভাবে সাহায্য করে ?

→ রেশম তৈরির মাধ্যমে সাহায্য করে,

১১. এই পেশার ভবিষ্যৎ কি ?

→ এই পেশা বাড়াতে চান না। সেই রকম কোন আয় হয় না, পরিশ্রমের তুলনায় কম মজুরী পাওয়া যায়,

১২. আপনার পরবর্তী প্রজন্ম কি এই পেশায় যুক্ত হতে ইচ্ছুক ?

→ পরবর্তী প্রজন্ম এই পেশার সাথে যুক্ত হতে ইচ্ছুক নয়,

১৩. আপনি কি তাদের এই পেশায় নিযুক্ত করতে আগ্রহী ?

→ না, এই পেশার সাথে যুক্ত করতে আগ্রহী না,

১৪. আপনার মতে এই পেশার ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দিকগুলি কি কি?

→ ইতিবাচক :- বাড়িতে বসে বসে বয়স্ক মানুষরা করতে পারে,

নেতিবাচক :- সূক্ষ্ম কাজের জন্য চোখের সমস্যা,

১৫. আপনি কি এই পেশার সাথে সংযুক্ত থেকে সন্তুষ্ট ? উত্তরের সাপেক্ষে যুক্তি দিন।

→ সন্তুষ্ট নয়, কারন — সব সময় এই কাজ পাওয়া যায় না,

Chhatna Chandidas Mahavidyalaya Bankura 2007 Chhatna

Sujoy Sain
Head of Department
Department of Sociology
Chhatna Chandidas Mahavidyalaya

2/2/23
SUJAY SAIN
Teacher-in-Charge
Chhatna Chandidas Mahavidyalaya
Bankura, W.B.

# CHHATNA CHANDIDAS MAHAVIDYALAYA

DEPARTMENT OF SOCIOLOGY

PAPER-DSE-2

COURSE TITLE-PROJECT WORK WITH EXTENSION OUTREACH

TOPIC-SOCIO-ECONOMIC CONDITION OF BALUCHARI -SWARNACHARI SAREE MAKERS IN BISHNUPUR

YEAR-2022

LOCATION-BISHNUPUR

DATE-08/12/2022

| SL NO | UID | SEMESTER | NAME | MOB NO. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20071111001 | V | ARPITA MUKHERJEE | 8918435106 |
| 2 | 20071111003 | V | SUKANTA MANDI | 6295739306 |
| 3 | 20071111004 | V | SUITI KALINDI | 8967413062 |
| 4 | 20071111006 | V | RAKHI KARMAKAR | 8900404181 |
| 5 | 20071111007 | V | SONGITA MONDAL | 9735368748 |
| 6 | 20071111009 | V | PANNA BAURI | 9382034945 |
| 7 | 20071111011 | V | SRUTI CHAKROBARTY | 9832626900 |
| 8 | 20071111012 | V | NANDITA SHIT | 7864010679 |
| 9 | 20071111013 | V | PRIYA BHUI | 629779812 |
| 10 | 20071111014 | V | ANJU DAS | 9832366911 |
| 11 | 20071111015 | V | MOU LOHAR | 8101779396 |
| 12 | 20071111017 | V | KANCHAN GORAI | 8649815843 |
| 13 | 20071111018 | V | DEBLINA MONDAL | 9635601742 |
| 14 | 20071111019 | V | ASHA BAURI | 8670824936 |
| 15 | 20071111020 | V | BALARAM BAURI | 9641883364 |
| 16 | 20071111021 | V | SATHI PAL | 8509332010 |
| 17 | 20071111022 | V | PAPIYA BAURI | 9064186454 |
| 18 | 20071111024 | V | SWEETY GHOSAL | 9635052767 |
| 19 | 20071111025 | V | ASTAMI MURMU | 9883423659 |
| 20 | 20071111026 | V | SNEHA KHATUN | 8145448991 |
| 21 | 20071111027 | V | DINPANKAR MAL | 8637802823 |
| 22 | 20071111029 | V | SHRABANTI DAS | 7908633595 |
| 23 | 20071111030 | V | SANGITA HANSDA | 8918849075 |
| 24 | 20071111031 | V | MINU MONDAL | 7679334513 |
| 25 | 20071111032 | V | RIYA CHAND | 8348684587 |
| 26 | 20071111033 | V | RAKHI KHAWAS | 7679582806 |

TOTAL STUDENTS-26(MALE-04,FEMALE-22)

Head of Department
Department of Sociology
Chhatna Chandidas Mahavidyalaya

17/5/24

Prasanta Kumbhakar
P. Kumbhakar
17.05.24
IQAC Co-ordinator
Chhatna Chandidas Mahavidyalaya

Chhatna Chandidas Mahavidyalaya
Bankura
2007
Chhatna

Dr. Malavika Sinha
Principal
Chhatna Chandidas Mahavidyalaya
Chhatna, Bankura